প্রথম আলো

তারিখ 10 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

এইচএসসিতে শিক্ষকদের সহযোগিতায় নকল

কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরগুনা ●

বরগুনার আমতলীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নকল করায় সহযোগিতাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল শনিবার সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালি মুঠোফোনে মন্ত্রীর এই নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি *প্রথম আলোকে* জানান। গতকাল 'শিক্ষকদের সহযোগিতায় নকল'—শিরোনামে *প্রথম আলোতে* একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর মন্ত্রী এই নির্দেশ দেন।

সুবোধ চন্দ্র ঢালি জানান, ঘটনা তদন্তের জন্য দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আজ রোববারের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ ঘটনায় বরগুনা জেলা প্রশাসন ও বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে গতকাল শনিবার সকালে পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বরগুনা জেলা প্রশাসক মীর জহুরুল ইসলাম বলেন, বরগুনার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সঙ্গে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ জিয়াউল হক গতকাল সকালে বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা বোর্ডের সচিব আবদুল মোতালেব হাওলাদারকে আহ্বায়ক ও বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক লিয়াকত হোসেন জুয়েল ও বিদ্যালয় পরিদর্শক আবুল বশার তালুকদারকে সদস্য করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা আজ রোববার আমতলী যাবেন এবং বিষয়টি তদন্ত করবেন।

চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় আমতলী উপজেলার পাঁচটি কলেজের প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী আমতলী ডিগ্রি কলেজ ও বকুল নেছা মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করানোর জন্য পাঁচটি কলেজের শিক্ষকেরা নিজেদের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে তা বাইরে থেকে উত্তর লিখে পরীক্ষার্থীদের সরবরাহের ব্যবস্থা বিষয়ে একটি অলিখিত সমঝোতা করেন। সে অনুযায়ী প্রতিদিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার অন্তত ১৫ মিনিট আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নপত্র মুঠোফোনে ছবি তুলে একজন শিক্ষক বাইরে নিয়ে যান। পরে ওই বিষয়ের একটি শিক্ষক প্যানেল এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখে পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের তা সরবরাহ করেন। গত ১ এপ্রিল পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে এভাবে পরীক্ষা চলে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।